# প্রবাস জীবন : টুকরো কিছু ঘঠনা

জামিল হাসান সুজন

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল। গত বছর ঠিক এমন সময়ে এসেছিলাম অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে। প্রথমে উঠেছিলাম ভাইয়ের বাসায় ম্যাকুরিফিল্ডে। জায়গাটি মূল শহর থেকে অনেক দূরে। শহরের কোলাহল নেই, নির্জন নিরিবিলি পরিবেশ, অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা চারদিকে। অদুরে গ্লেনফিল্ড, ইঙ্গলবার্ন মহল্লাগুলোও খুব সুন্দর ছিমছাম। সত্যিকারের বিদেশ। ইচ্ছা ছিল এইসব এলাকায় বাসা ভাড়া নিব। এইসব দেশে বাসা ভাড়া নিতে হয় রিয়াল এস্টেটের মাধ্যমে, বাড়িওয়ালার সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বাসা পছন্দ হলে দরখাস্ত করতে হয়, আমার সব বৃত্তান্ত যদি তাদের পছন্দ হয় তবেই ভাড়া পাওয়া যাবে। দুঃখজনক ব্যাপার হল আমাকে বাসা ভাড়া দিতে কেউ সম্মত হলনা। কারণ হিসাবে পরে জানতে পেরেছিলাম যেহেতু আমার চাকরী বাকরী নাই , ভাড়া দিতে পারব কিনা সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান। ওদেরকে যতই বুঝানো হোকনা কেন আমরা দেশ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি আর তাছাড়া এখানে আপন দুই ভাই রয়েছে- সমস্যা হবেনা, কিন্তু ওরা মানতে চাইলনা। তবে আমরা যদি বাসা কিনতে চাই তাহলে বিবচনা করে দেখতে পারে। এক আত্মীয়ের পরামর্শে বাসা খুঁজতে এলাম ক্যাম্প্সী তে। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। একদিনের মধ্যে এখানকার একটি রিয়াল এস্টেট আমার সব ব্যবস্থা পাকা করে দিল। এই এলাকাটি চায়নীজ এবং কোরিয়ান অধ্যুসিত। অবশেষে বসতি গড়তে হল ক্যাম্প্সীতে। আত্মীয় বন্ধুরা বলল, নতুন অভিবাসীদের জন্যে এই এলাকায় থাকা ভাল ও সুবিধাজনক। কারণ ট্রেন ,বাস, মার্কেট গুলো সব হাতের কাছে।

নতুন দেশ, ভাষা ইংরেজী। অথচ এক বর্ণ ইংরেজী বুঝতে পারছিনা। এরা কিভাবে যেন উচ্চারণ করে বুঝে উঠতে পারিনা। কারো সাথে কথা বলতে ভয় লাগে, টেলিফোন বেজে উঠলে বুক কাঁপে-যদি ইংরেজী ভাষী কেউ করে তাহলে তো অবস্থা খারাপ। এত বছর ধরে দেশে ইংরেজী শিখলাম অথচ এখন মনে হচ্ছে কিছুই শিখিনি।

চাকরী দরকার। কিন্তু কে দেবে চাকরী? অভিজ্ঞতা আর রেফারেন্স ছাড়া চাকরী পাওয়া শক্ত । এখানে আমার পরিচিত আত্মীয় বন্ধুরা বেশিরভাগই ট্যাক্সী ক্যাব চালায়, সুতরাং তারা কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারল না। অবশেষে খুব অপরিচিত একজন বাঙ্গালী ভাইয়ের চেষ্টায় আমার স্ত্রীর একটি কাজের ব্যবস্থা হল আর এর বেশ কিছুদিন পর এক ভারতীয় গুজরাটি তরুণীর সহায়তায় আমার একটি কাজের ব্যবস্থা হল। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে অড্ যব করি - এখানে আমার পরিচিত সবাই করে। আমার স্ত্রী করে সকালে আর আমি করি বিকালে- বাচ্চা দেখাশুনা করার সুবিধার্থে। আমি সকালে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যায় আর আমার স্ত্রী বিকালে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। আমি যখন অনেক রাতে কাজ শেষে বাসায় ফিরি তখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে,

খুব ভোরে আমার স্ত্রী যখন কাজে যায় তখন আমি আবার ঘুমিয়ে থাকি। সুতরাং ছুটির দিন ছাড়া স্ত্রী কন্যাদের সাথে তেমন দেখাই হয়না। মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করে, ভাল লাগেনা, কিন্তু উপায় নাই কি? মাঝে মাঝে মনে হয় এখানে এসেছি কি শুধু টাকা রোজগার করতে? দেশে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু তার জন্যওতো অনেক টাকার দরকার।

বাচ্চারা স্কুলে যাওয়া উপভোগ করে, কেননা স্কুলে লেখাপড়া হয় নানারকম খেলাধূলার আদলে। সবসময় বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানাদি লেগেই থাকে। প্রথম যেদিন আমার বড় মেয়েটির ক্লাশ টিচারের সাথে পরিচিত হলাম সেদিনটার কথা মনে পড়ে। হাফ প্যান্ট পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। আমাকে দেখেই হাত দুটো জোড়া করে বলে উঠল, ‘ নমস্তে’। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম সে আমাকে ভারতীয় বলে মনে করেছে। আমি তাকে বললাম , আমি কিন্তু ভারতীয় নই, আমার দেশ বাংলাদেশ। নাম শুনেছ এ দেশের? সে মাথা নেড়ে বলল , না শুনিনি। আমি বললাম, কেন কিছুদিন আগে আমাদের দেশের ক্রিকেট দল তোমাদের এখানে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল। সে বলল, আমার জানা নাই। প্রসঙ্গক্রমে সে বলল, আমি কিন্তু এ দেশের লোক নই। আমি জিজ্ঞেস করলাম , কোথায় তোমার দেশ? উত্তরে সে বলল, নিউজিল্যান্ড। পরে তাকে বললাম, আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু খুব সুন্দর একটা দেশ। সে হেসে বলল, তাই? আমাদের নিউজিল্যান্ডের মত? আমার এখানে ভাল লাগেনা জান, নিউজিল্যান্ড কত সুন্দর দেশ। বেশ কিছুদিন পরে আবারো দেখা হল সেই ভদ্রলোকের সাথে। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলল, ‘তোমাদের দেশ তো ভালই ক্রিকেট খেলে।’ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে একটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছিল।

সাগরের বালুকাবেলায় শ্বেতাঙ্গ রাজহংসী

একটি মজার ঘটনা বলি। ক্যাম্প্‌সী রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি- যাব লিভারপুলের দিকে। কি কারণে ট্রেন সেদিন লেট। মাইকে বার বার ঘোষণা দিচ্ছে ট্রেন আসতে আধা ঘন্টা দেরী আছে। অনেক লোকজনের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটি শেতাঙ্গিনী মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল, বয়স ত্রিশ অথবা তার একটু বেশিও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ান নয়- সম্ভবত ইউরোপের কোন দেশ থেকে আসা। আমার কাছে এসে জানতে চাইল, ঘড়িতে কয়টা বাজে। আমি সময় জানালাম। সে বলল, ট্রেন তো লেট। আমি মাথা নাড়লাম। সে হঠাৎ বলল, আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ? আমি তার অনুমান দেখে খুব অবাক হলাম। বললাম , ইয়েস।

সে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, 'কিমন আচো?' আমি প্রথমটায় তার কথা বুঝতে পারিনি। সে আবারও বলল,'কিমন আচো?' আমি হেসে বলতে যাচ্ছিলাম, 'ভাল আছি', হঠাৎ দেখি সে আমার দিকে তার মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে চুমু খাওয়ার জন্য। চারিদিকে অসংখ্য নারী পুরুষ। আমি লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে কোনরকমে পিছু হঠে গেলাম। মেয়েটি ভিষণ হতাশ হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেক দূরে , একেবারে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

রাত তখন সোয়া এগারটার মত। কাজ শেষে বাসায় ফিরব। ট্রেনের জন্য সেইন্ট পিটার্স স্টেশনে অপেক্ষা করছি। আমার সাথে অপেক্ষা করছে আরো কিছু যাত্রী। এমন সময় একটি সুদর্শন যুবক, বয়স ২২/২৩ এর মত, আমার দিকে এগিয়ে এল। চেহারা দেখে ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না কোন্ দেশের হবে। একবার মনে হল অজি আবার মনে হল লেবানিজ। ছেলেটি আমার কাছে এসে সুন্দর ইংরেজীতে বলল, ' তোমার কাছে কি একটা সিগারেট হবে?' আমি বললাম,'দুঃখিত আমি ধুম পান করিনা।' ছেলেটি একটু হতাশ হল। একটু থেমে সে আমার পাশে বসে থাকা আমার এক ইন্দোনেশিয়ান সহকর্মীর কাছে সিগারেট চাইল। সহকর্মীটি বলল,'দুঃখিত, আমি ধুম পান করি তবে এ মুহূর্তে আমার কাছে একটিও নেই।' ছেলেটি খুবই হতাশ হয়ে আমাদের বিপরীত দিকের বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়ল। আমার সহকর্মীটি তাকে জিজ্ঞেস করলো,'তুমি কোন্ দেশের লোক?' সে বলল,'বাংলাদেশ।' আমি সামান্য অবাক হলাম। ভাল করে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম আসলেই সে বাঙ্গালী কিনা। আমার সহকর্মী আমাকে দেখিয়ে বলল,'আরে, এওতো তোমার দেশের লোক।' ছেলেটির মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হল। এবারে আমাদের একেবারে কাছে চলে এল সে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, 'সত্যি? কবে এসেছেন এ দেশে?'

'তা প্রায় এক বছর হল? তুমি কবে এসেছ?'

'আমি? অনেক আগে, ভাল করে মনে নাই আমার, যখন আমার বয়স তিন বছর। তা কেমন লাগছে এ দেশ?

'গভীর ভাবে ভেবে দেখিনি, তবে খুব একট ভাল লাগছেনা। তুমিতো অনেক ছোট বেলায় এসেছ, বলতে গেলে এ দেশেরই মানুষ তুমি, তোমার নিশ্চয় খুব ভাল লাগে এ দেশ?'

' না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,'কেন?'

উত্তরে ছেলেটি বলল,' যদিও দেশকে নিয়ে আমার কোন স্মৃতি নেই তবু মনে হয় বাংলাদেশ আমার দেশ, সেখানেই আমার যত ভাল লাগা, ভালবাসা।'

আমি অবাক বিস্ময়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ততক্ষণে আমার ট্রেন এসে গেছে।

---

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২২/০৩/২০০৬